গীতছন্দম এর

হংসমিথুন

সনাতন মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত

গীতছন্দম-এর

হংসমিথুন

সংলাপ কাহিনী চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **পার্থ প্রতিম চৌধুরী।**

সংগীত : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।** গীতিকার : **পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।**

চিত্রায়ণ : রামানন্দ সেনগুপ্ত॥ সহকারী : পিন্টু দাসগুপ্ত, মৃন্ময় রায়॥ শিল্পায়ণ : সত্যেন রায় চৌধুরী॥ সহযোগী : সুবোধ দাস॥ প্রধান সম্পাদক : অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়॥ সম্পাদক : প্রতুল রায় চৌধুরী॥ শব্দায়ণ : বাণী দত্ত, সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, অনিল দাসগুপ্ত॥ সহকারী : ঋণী বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচু মণ্ডল, বাবাজী শ্যামল॥ রূপণ : অনন্ত দাস। সহকারী : ভীম নস্কর॥ সজ্জা-শিল্পন : বিষ্টু দাসের তত্বাবধানে আর্ট ড্রেসার্স॥ কর্মসচীব : সুখেন চক্রবর্তী॥

ব্যবস্থাপনা : অসিত বসু, গোপাল দাস, হাবুল রায়, অনিল দে॥ শব্দপুনর্যোজনা ও সংগীত গ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়॥ সহকারী : বলরাম বারুই, প্রভাত বর্মন (আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত) প্রচার-সচীব : বিমল মুখোপাধ্যায়॥ স্থির-চিত্র : আর্টিকো॥ পরিচয় লিপন : দিগেন ষ্টুডিও॥ প্রচার অঙ্কন : গোরা রায়, সমর গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায়, বারীন গুপ্ত। আলোক-সম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, সুনীল শর্মা, রাম বিলাস কহর সুভাষ ঘোষ, কাশী কহর, রামহাস কহর॥

প্রধান সহকারী পরিচালক : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়॥ সহকারী : জয়ন্ত বসু, বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়॥ সহকারী সংগীত-পরিচালক : সমরেশ রায়॥ পুতুল নাচ : সুরেন চক্রবর্তীর তত্বাবধানে 'ইউথ পাসেট থিয়েটার'॥ সংগীতানুসংগ : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা॥

কণ্ঠ-সংগীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সনৎ সিংহ, অমল মুখোপাধ্যায়, অঞ্জলী বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিত্ত মুখোপাধ্যায়॥

টেকনিসিয়ান্স ও ক্যালকাটা মুভীটোন ষ্টুডিওতে মিচেল ও এ্যারিফ্লেকস ক্যামেরায় গৃহিত ও মোহিনী তরফদারে তত্বাবধানে বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবোরেটরীজ প্রাঃ লিঃ-এ পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশক : **মিতালী ফিল্মস্ প্রাঃ লিঃ।**

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত

শ্রেষ্ঠাংশে :

অর্পণা দাশগুপ্তা।
শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়।
বিকাশ রায়।
প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
কালী বন্দ্যোপাধ্যায়।
রবি ঘোষ।
জহর গঙ্গোপাধ্যায়।
জহর রায়।
রুমা গুহঠাকুরতা।
সবিতা বসু।
অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।
(অতিথি) (নান্দিক)।
পার্থপ্রতিম (সুন্দরম)।
যোগেশ দত্ত (মূকাভিনেতা)।

অন্যান্য চরিত্রে :

সুখেন দাস, হরিধন মুখোপাধ্যায়, মিঃ দুগার, অমিয় কান্তি, মণি শ্রীমাণী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর কুমার, নরেশ রঞ্জন, প্রদীপ সেন, বাপী বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরেন, ইন্দ্রনীল, কিশোর, বিমল, মাধব, পিঙ্কি, নির্মল, রুমা দাস, পামেলা ঘোষ, হিমানী ভট্টাচার্য্য, অর্চ্চনা, শ্যামলী, সীমা, কবি মিত্র, সংযুক্তা ও আরো অনেকে।

নাঃ কলেজ ছেড়ে দেবো··

···এখন আপনাদের মার্গীয় রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে শোনাচ্ছেন···ঘটনার শুরু এখান থেকেই, দুর্ঘটনাও বলতে পারেন। কলেজ ফাংশানে হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রপাতের মতই ও পরিহাস শ্রীকে অস্থির করে তুললো। তারপর হঠাৎ ব্যাডমিন্টন কম্পিটিশনে তা'র নাম চলে যাওয়া, কলেজ ম্যাগাজিনে তা'র নামে কবিতা বেরুনো, পুয়োর স্টুডেন্ট হিসাবে মাইনে ফ্রি পাওয়া দরখাস্তকারীদের মধ্যেও তা'র নাম অদৃশ্য শত্রুর এই অসহ্যকর আচরণে কোলকাতার বিখ্যাত ব্যারিস্টার সঞ্জয় চৌধুরীর একমাত্র মেয়ে শ্রী ক্ষোভে দুঃখে বিস্ময়ে কলেজ ছেড়ে দেওয়ার সংকল্প করে বসলো। কিন্তু···

আপনি আইনের অতসব কোড আর গল্প জানলেন কি করে?

···বাড়ীতে দিব্যেন্দু, কলেজের জি. এস., বাবার সঙ্গে 'আইন পড়ছি' বলে দে করতে আসায় অবাক হয়ে শ্রী জিজ্ঞেস করেছিল তাকে। উত্তর এসেছিল, বিশ্বাস করুন, শুধু এ বাড়ীতে আসবো বলে রাতজেগে মুখস্ত করেছি ওসব আর এসেছি আপনার কাছে ক্ষ চাইতে। আপনি কথা দিন কাল থেকে আপনি কলেজ যাবেন···

কেন এত সুন্দর যে মনে হয়···

···সত্যি দিব্যেন্দুকে সুন্দর মনে হয়েছিল শ্রীর। মনে হয়েছিল খাঁটি মানুষ। দিন আবিষ্কার করলো সে, সারাদিন ধরে নানান ধরণের দুষ্টুমি নষ্টামি করে যে দিব্যেন্দু, সেই রাতে কলেজ ইউনিয়ন পরিচালিত গরীব ছাত্রদের নৈশ অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রধান প্রচালক। তাই···

প্রেম...সাবধান!

ছবিতে ও দুটি শব্দই পাশাপাশি এসেছে গভীরতর গুরুত্ব ও তাৎপর্য্যে। শ্রীর বার কাছে দিব্যেন্দু কিছুতেই খুলে বলতে পারছেনা সব, আইন পড়ুয়া হিসাবে তা'র যথেষ্ট স্নেহভাজন হওয়া সত্বেও। কেননা···

আদালতেই দেখা হবে···

প্রমথ উকিল ও সঞ্জয় ব্যারিষ্টার, ও কাহিনীতে যথাক্রমে নায়ক ও নায়িকা বাবা—দুজন দুজনকে দেখলেই মেগাটোন বোমার মত গর্জে ওঠেন। যাকে বলে সাপে নেউলে। অতএব···

আমার একটা কেস করে দিতে হবে আপনাকে···

দিব্যেন্দুর দাদা ডাক্তার নব্যেন্দু মল্লিক মঞ্চে প্রবেশ করেন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া স চৌধুরীকে সুস্থ করে তোলেন এবং অনুরোধ করেন সঞ্জয় বাবুকে···আমার একটা কেস আপনাকে করে দিতে হবে···কিন্তু বিপক্ষের উকিল ঐ প্রমথবাবু।

আমি যখন জজ সাহেব স্বয়ং উপস্থিত তখন ও মামলা ঠেকায় কে?···

শেষ মুহূর্তে শ্রী র দাদুর উক্তি, স্থান বিবাহ প্রাঙ্গণ। কিন্তু এ বিয়ে যে কেমন সম্ভব হ'ল তা' জানেন দাদা, বৌদি আর, আর একজন—না থাক, তার নাম বলা উচিত হবেনা। শুধু জেনে রাখুন সেই রহস্যময় (?) মানুষ বা মানবীটির চশমা নেই। শেষ্যন্ত বহু বাঁধা পেড়িয়ে, অনেক পরিকল্পনায়, প্রচুর জমাদার ঘটনার মধ্যে দিয়ে অসম্ভবও সম্ভব হলো। চোখের আলোয় নিজেদের যা'রা দেখেছিল মনের আলোতে নিজেদের সা নিল তা'রা···কাছাকাছি, পাশাপাশি। মনে হ'ল···

আজ কৃষ্ণচূড়ার আবীর নিয়ে আকাশ খেলে হোলি···

···তবু এ ছবির আসল বিচারক আপনি ও আপনারা। আপনাদের রসিকম বিচার বুদ্ধির উপর তাই এ ছবির নির্মাতাদের অপরিসীম বিশ্বাস আর অশেষ আস্থা ···সুতরাং এখন পর্য্যন্ত···

শুনানী না রইলো।

গান

(১)

কণ্ঠ : সনৎ সিংহ

মান করে নয় রাগ করে আজ
চলে গেলেন রাই।
দুনিয়া বদলে গেছে ভাই।
শ্যামের বাঁশীর সাথে করে আড়ি
রাধা পেঁচিয়ে পরেন লাল ঢাকাই শাড়ী
মটর গাড়ী চেপে বলেন
বাপের বাড়ী যাই।
মান করে নয় রাগ করে আজ
চলে গেলেন রাই
দুনিয়া বদলে গেছে ভাই।
রাধা যদি গান জুড়ে দেন
সা রে গা মা পা ধা
কোলকাতা আর বৃন্দাবনে লাগে গোলক ধাঁধাঁ।
সব লোকেরা শুধুই দোহাই বলে
আহা ঝাঁপিয়ে পড়েন ভরা গাঙ্গের জলে
উপায় কী আর সেই যমুনা
এই শহরে নাই॥

(২)

কণ্ঠ : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

আজ কৃষ্ণ চূড়ার আবীর নিয়ে আকাশ খেলে হোলী
কেউ জানেনা সে কোন কথা মনকে আমি বলি।
মনের কথা মন যদি কয় মনে মনে
সেই কথার মায়া জড়ায় কেন নয়ন কোনে
আহা কিছু শুনি, কিছু ভাবি
নতুন পথে চলি।
এই সুর বলাকা মেলে পাখা আপন অনুরাগে
কেন সে জানেনা সুদূর তাকে ডাক দিয়েছে আগে
কত যে ডাক ডেকেই চলে পায়না সাড়া
আহা দেখা পেয়েও কত দেখা দিশাহারা
তবু নদীর চোখে সাগর আঁকে
সাধের জলাঞ্জলী॥

(৩)

কণ্ঠ : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

সূর্যের মত শাশ্বত হোক পৃথিবীর ইতিহাস
সাগরের মত নির্মল হোক জীবনের বিশ্বাস।
মিলন অভয় বাণী
পথের পাথেয় মানি
দুচোখে নামুক নতুন দিনের নির্মেঘ নীলাকাশ।
আগুণের মত কখনো দারুণ
দীপ্ত দহন দানে
যা আছে বেদনা পুড়ে হোক্ সোনা
গগন গভীর প্রাণে :
আলোর বন্যাধারা
ভাঙ্গুক অন্ধকারা
মুক্ত হাওয়ায় নিলয়ে বুকভরা নিশ্বাস।

(৪)

কণ্ঠ : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

কেন এত সুন্দর যে মনে হয়
বুঝিনাতো কেন জানিনা
কী যেন পেয়েছি আমি
কী যেন হারিয়ে গেছে
এ আমি আমার বলে মানিনা।
ফুলে ফুলে ঢেউ তুলে দুলে দুলে কথা বলে ভীরু অলি
কানে কানে শুনে শুনে মনে মনে মধুমালা গেঁথে চলি
পারিনা তা দিতে পারিনা
আজ পাখী পাখায় পেলো
যত বাতাস তত খুসীর আলো
কোন আঁখি আকাশ ছুঁয়ে
কবে কখন সবি দেখবে ভালো ;
সুরে সুরে তালে তালে মায়াজালে
বাঁধা হলো মনোবীণা
রিণি-ঝিণি সারাদিনই বাজে শুনি
তবু ভাবি চিনি কিনা
সাধিনাতো বীণা সাধিনা॥

(৫)

কণ্ঠ : শ্যামল মিত্র ও অন্যান্য

দ্যাখো দ্যাখো দ্যাখো দ্যাখো
কালো জলে ঢেউ খেলে ঢেউ খেলে ঢেউ খেলে
ঢেউ খেলে যায়
ঢেউ দিলো কে বলো ঢেউ দিলো কে
একি খুশীর হাওয়া লেগেছে
সেই আকুল বাতাসে মোর মন জেগেছে
যেন মনের তরনী খুলো না
আজ দুকুলে তুফান এলো
কেউ ভুলো না।
টলমল চঞ্চল কালো জল উচ্ছল ঢেউ দিলো
ঢেউ দিলো কে
আমি হারিয়ে যাবো কি যাবো না
আজ রেখোনা এমন দিনে কোনো ভাবনা
আহা জানিনা কোথায় এসেছি॥
শুধু জেনেছি খেয়ালী স্রোতে আজ ভেসেছি।
আমি নিজেরে নিজেই ভুলেছি
তাই না-ধরে তরীর হাল পাল তুলেছি
তুমি চেয়োনা বেশী চেয়োনা
যেন সাধের অতলে আর ডুবে যেওনা॥

(৬)

কণ্ঠ : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও মানব মুখোপাধ্যায়

ওরে আয় আয় আয় আয়রে সবাই
আয়রে দেখে যা
হাতীর সঙ্গে লড়তে এলেন হুতুম প্যাঁচার ছা
ও ভাই পেঁচা যতই চেঁচা শুনবে না হাকীম
এই মক্কেলরা পকেট ভরে দেবে ঘোড়ার ডিম
তারচেয়ে ভাই মানে মানে নামটা খারিজ কর
দিনের আলোয় দেখাসনে মুখ ওভাই নিশাচর
• ওভাই যা যা যা ঘোড়ার ডিম দিগে যা
হাতীর সঙ্গে হুতুম প্যাঁচা মরতে লড়িস না।
ওরে হ্যাংলা হাতী মিছে আমায় রাগাসনে
ওই ঘাস বিচুলী ভরা ভুঁড়ি বাগাসনে—
• সাদা রঙ এর পাতলুন আর কালো কোটের বাহারে
ল্যাটর প্যাটর ল্যাজটা আজো যাচ্ছে দেখা আহারে।
ওরে চারপেয়ে জীব দ্বিপদ প্রাণীর
বুদ্ধি কোথায় পাবি
ওই আদালতের গোলক ধাঁধায়
খাবি শুধু খাবি......
আহা মুলবে সবাই প্রাণ নিয়ে আর
আগাসনে......
ওই কালো কোটের রঙটা গালে
লাগাস নে......
এখনও ভাব, আইন নিয়ে ছেলে
খেলা রাখ
আমার মুখের যুক্তিরা সব
বোলতা যে ঝাঁক ঝাঁক
ওই হুলে যাবি সাবধান রে
এখনও সাবধান
ওই ডিগ্রী ছেড়ে এই বেলাতে
দে সটটান—
আরে [illegible]ক যারে তুই
মাথার ঘায়ে পাগল হবি
তোকে যদি ছুঁই—
আ[illegible]াইন আমার চোদ্দপুরুষ
আইন আমার ভগবান
[illegible]ন আমার চোখের মণি
আইন আমার দেহের প্রাণ
আহারে......
তোর গলাটা বেশ মিষ্টি
ভাঙ্গা হাড়ির আওয়াজ শুধু ঘটায়
অনাসৃষ্টি
ও প্যাঁচা শাওড়া গাছের কেলে মাণিক
মেনে নিলাম সত্যি
তুই শাখচুন্নির প্রাণের সখা
মিথ্যে এ নয় রত্তি
বা রে বা বেশ বলেছিস
আমাকে ঠিক চিনেছিস
তোর কথাটা তুই বুঝে নে
হাড়ে হাড়ে সত্যি
আরে গাছটা শুধু বেল গাছ
আর লোকটা ব্রহ্মদত্যি
ঘাড় মটকে দিলে রে তোর
লাগবে না আর গত্যি
এই ঝাকুড় ঝাকুড় ঝাকুড় ঝা
তোর অহঙ্কারের মাথায় পা
তোর সেই পায়েতে লাঠির ঘা
আদুড় বাদুড় তাকুড় তা
তুই গোবর মেখে ঘরে যা
তুই জলবিছুটির চাটনি খা
তুই খাগে পচা করমচা
ওরে পাগল হবে ভাগলবা
তুই চার পা তুলে খেউড়ি গা
তুই গাঁদাল পাতার চাটনি খা
তুই ল্যাজটা তুলে স্বর্গে যা—
তুই যা॥
তুই যা॥

১৯৬৮'র
তিনটি
মহান
ছবি!

রঙমে - এর

মা

(হিন্দী)

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
ফণী মজুমদার
সংগীত • চিত্রগুপ্ত

রাজকুমার মৈত্রের
কাহিনী অবলম্বনে
চিত্রযুগ-এর

পিতাপুত্র

পরিচালনা • অরবিন্দ মুখার্জী
সংগীত • পবিত্র চ্যাটার্জী

ও

যান্ত্রিক পরিচালিত
চিত্রমন্দিরের

নবরাগিণী

কাহিনী
ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত

পরিবেশনা
মিতালী ফিল্মস্